সমকাল

তারিখ 18 JUL 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদ বিরোধী কমিটি হবে

■ সমকাল প্রতিবেদক

জঙ্গি তৎপরতায় শিক্ষার্থীদের জড়িয়ে পড়া রুখতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জঙ্গিবাদবিরোধী কমিটি গঠন করা হচ্ছে। এ ছাড়া সহশিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি, খেলাধুলার ব্যবস্থা, কাউন্সেলিং, মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে কঠোর নজরদারিও করা হবে। শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে করণীয় নির্ধারণে দেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গতকাল রোববার এক মতবিনিময় সভায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ তথ্য জানান। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যরাও নানা পরামর্শ প্রদান করেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতবিনিময়

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ও পুলিশের ব্যবস্থাপনায় রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে 'জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক' এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। এতে ইংরেজি মাধ্যমের কয়েকটি স্কুলের প্রধানরাও যোগ দেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পুলিশের মহাপরিদর্শক এ কে এম শহীদুল হক। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম। প্রায় চার ঘণ্টার এ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপপুলিশ কমিশনার সৈয়দ নুরুল ইসলাম।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদবিরোধী কমিটি হবে। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিপথগামী হচ্ছেন, সেসব জায়গায় নজরদারি করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। ওই কমিটি ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী-অভিভাবক ও পরিচালনা পরিষদের সমন্বয়ে গঠিত হবে। মন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নামধারী কিছু লোক জঙ্গিবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। তাদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। তাদের শিক্ষক হিসেবে রাখা যাবে না। তিনি বলেন, 'অনেকেই বলেন, এত ছাত্র, কে কী তা চিনব কীভাবে। আমার কথা হলো, চিনতে না পারলে এত ছাত্র ভর্তি করান কেন? যতটুকু চিনতে পারবেন, ততটুকুই ভর্তি করান।'

নাহিদ বলেন, জঙ্গিবাদ দমনে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন, প্রতিরোধ ও চেতনা গড়ে তুলতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকা বাড়ানোর দিকেও নজর দিতে হবে বলে উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী। আগামী ২১ জুলাই কলেজের অধ্যক্ষ, ২৩ জুলাই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং পরে মাদ্রাসার অধ্যক্ষদের সঙ্গেও মতবিনিময় করা হবে বলে জানান তিনি।

হামলার আগাম তথ্য ছিল : সভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল জানান, গুলশান ও শোলাকিয়ায় হামলা হতে পারে– এমন তথ্য গোয়েন্দাদের কাছে ছিল। তদনুযায়ী ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছিল। গুলশানে হামলার ঘটনার তিন মিনিটের মধ্যে পুলিশ কর্মকর্তা ফারুক সেখানে পৌঁছান। পুলিশ তৈরি ছিল। আধা ঘণ্টার মধ্যে সেখানে পৌঁছাতে পারত। কিন্তু রেস্তোরাঁর ভেতরে কে কী অবস্থায় আছে, সে সম্পর্কে চিন্তা করতে হয়েছে। যারা সেখানে হামলা করেছিল, তাদের সঙ্গে যোগাযোগের সব চেষ্টাই করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর অভিযানে ১৩ মিনিটের মধ্যে জিম্মি সংকটের সমাধান হয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, জঙ্গিবাদীরা সর্বত্র ঘৃণার শিকার হচ্ছে। নিজের পরিবার থেকেও তাদের ঘৃণা করা হচ্ছে। গুলশানে হামলাকারী জঙ্গিদের মৃতদেহও নিতে আসেনি তাদের পরিবার। যারা বিপথগামী হয়েছে, তাদের স্বাভাবিক জীবনে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬ ● ছবি পৃষ্ঠা-২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদ

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

ফিরে আসার আহ্বান জানান তিনি।

সভায় শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের কেউ দীর্ঘদিন না এলে অভিভাবকদের কাছে খোঁজ নিতে হবে। জঙ্গিদের মতো অস্বাভাবিক আচরণ করলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানাতে হবে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস পড়ানো বাধ্যতামূলক করতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের শুধু বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে না দেখার জন্য পরিচালনা পর্ষদকে আহ্বান জানান তিনি।

আইজিপি একেএম শহীদুল হক বলেন, যার যার অবস্থান থেকে জঙ্গি সংকট মোকাবেলা করা উচিত। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করবে। জঙ্গি মদদদাতাদের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে র‍্যাব মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ বলেন, জঙ্গিদের পেছন কারা খেলছেন, তা আমাদের জানা আছে। ক্ষুদ্র গোষ্ঠী স্বার্থে, ব্যক্তি স্বার্থে দানব নিয়ে তারা খেলছেন। দানবের হাতে তারা নিশ্চিহ্ন হবেন। এখানে কেউ কিছু করে সফল হবেন না। এই শক্তিকে আমরা পরাজিত করেছি, আরেকবার করব। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই, তাহলে মুষ্টিমেয় এসব লোককে খুঁজে বের করে নিশ্চিহ্ন করার ক্ষমতা রাখি।

ডিএমপি কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়া বলেন, জঙ্গিবাদ এখন সামাজিক, জাতীয় ও বৈশ্বিক সমস্যা। এটা আইন-শৃঙ্খলাজনিত সমস্যা নয়। ঐক্যবদ্ধ সামাজিক আন্দোলন ছাড়া এই জ্ঞানপাপীদের প্রতিহত করা যাবে না।

উপাচার্যরা যা বললেন : মতবিনিময় সভায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম বলেন, তাদের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যেসব অভিযোগ উঠেছে, তার কোনো কিছু তিনি অস্বীকার করবেন না; বরং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সবার সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে জঙ্গিবাদের ক্যান্সার দূর করা হবে। জঙ্গিদের মারাত্মক জীবাণু যেখান থেকেই এসে থাকুক, এদের প্রতিরোধ করতে হবে। এসব বিষয় প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের প্রতিমুহূর্তের খোঁজ-খবর রাখা হবে। একটা মতাদর্শ অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা জঙ্গিবাদে জড়াচ্ছে মন্তব্য করে অধ্যাপক আতিকুল বলেন, কাউন্টার আইডিওলজি দিতে হবে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস সবার মধ্যে আনতে হবে। রাষ্ট্রীয় চার মূল নীতির চেতনা সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। এরই মধ্যে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি পরিষ্কার করা হয়েছে, মসজিদে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। অভিভাবকদেরও সন্তানদের বিষয়ে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, ছেলেমেয়ে বাসায় ফিরে নিজের রুমটা বন্ধ করে ওয়েবসাইটে কী কী করে, তা খেয়াল রাখতে হবে। দরজা বন্ধ করতে দেবেন না, দরজা খোলা থাক।

ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভের উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না। জঙ্গিবাদ দমনে এটা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন খুবই প্রয়োজন। ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী বলেন, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পেশাল টিউটোরিয়াল সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর আওতায় প্রতি শিক্ষক ১৫ থেকে ২৫ শিক্ষার্থীর দায়িত্ব নেবেন। এসব শিক্ষার্থীর সব খোঁজ-খবর সংশ্লিষ্ট শিক্ষক তদারক করবেন। জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নিয়োগের পর পুলিশ ভেরিফিকেশন করা যেতে পারে বলে তিনি মত দেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরব রাজনীতি চায় ছাত্রলীগ : সভায় ছাত্রলীগের সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরব রাজনীতির দাবি জানিয়েছেন। সোহাগ বলেন, 'বলা হয়ে থাকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রাজনীতিমুক্ত, আসলে কি রাজনীতিমুক্ত? যেখানে সরব রাজনীতি নেই, সেখানে নীরব রাজনীতি আছে। আর নীরব রাজনীতি মানে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিযবুত তাহ্‌রীরের সংগঠন আছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্যই সরব রাজনীতি থাকতে হবে।'

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মালিক সমিতির সভাপতি শেখ কবির হোসেন, পোর্ট সিটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান এনামুল হক শামীম, রাজধানীর স্কলাসটিকা স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার (অব.) কাওসার আহম্মেদ, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার (অব.) মেহেদি হাসান প্রামাণিক, ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাদেক খান প্রমুখ।